গ্রামীণ উন্নয়নের উপাদান সমূহ (Elements of rural development)

সময়ের সাথে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটে চলেছে এবং এই উন্নয়নের হাত ধরে পরিবর্তনও ঘটেছে। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে ভারতের শহরের সাথে গ্রামীণ ক্ষেত্রেও পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে এবং গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থে বর্তমানে বিভিন্ন পদক্ষেপ

গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে গ্রামীণ উন্নয়নের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে কতগুলি উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন,সেগুলি হল-

i.প্রাথমিক উপাদান
ii. অর্থনৈতিক উপাদান
iii. সামাজিক উপাদান
iv. রাজনৈতিক উপাদান
v. অন্যান্য

i.প্রাথমিক উপাদান:

উন্নয়নের স্বার্থে যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তার বাস্তবায়ন জাতীয়, রাজ্য, জেলা প্রভৃতি স্তরগুলির মাধ্যমে একেবারে প্রাথমিক বা তৃণমূল স্তর থেকে হওয়া প্রয়োজন। সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে গ্রামীণ উন্নয়নের স্বার্থে প্রত্যেক অধিবাসীদের প্রাথমিক বিভিন্ন চাহিদা, যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান পূরণের লক্ষ্যমাত্রা রাখতে হবে। এছাড়াও বর্তমানে প্রাথমিক চাহিদার মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসা ও অধিবাসীদের জীবনের নিরাপত্তাও অন্তর্গত। প্রাথমিক উপাদানগুলির অধীনে এই সমস্ত চাহিদাগুলো পূরণ হলে পরবর্তী ক্ষেত্রে গ্রামীণ উন্নয়নের পথ আরো প্রশস্ত ও সরল হবে।

ii.অর্থনৈতিক উপাদান:

গ্রামীণ উন্নয়নের প্রাথমিক উপাদানগুলির পরবর্তী ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উপাদান গুলির দিকে লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকায় প্রতি পরিবারপিছু কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। এছাড়া আয় ও সম্পদের সমবন্টন, কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা, কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা, 100 দিনের কাজের সুযোগ দেওয়া, পঞ্চায়েত স্তরের বিভিন্ন কাজের সম্পর্কে অবগত হওয়া ও সেই কাজে অংশ গ্রহণ করা, বিভিন্ন ভাতা চালু করা প্রভৃতিও গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যবস্থা গুলি মূলত গ্রামীণ অধিবাসীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে।

iii.সামাজিক উপাদান:

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিক বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন- সহযোগিতা, উপযোজন,প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জীবন এগিয়ে চলে। এই সামাজিক জীবনের সুস্থতা ও নিরাপত্তা ব্যক্তি তথা সমাজের সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলার এক রসদ বিশেষ। সেই ক্ষেত্রে বলা যায় ব্যক্তিজীবন সুস্থ ও স্বাভাবিক হলে তা উন্নয়নের প্রভাব বিস্তার করতে সহায়তা করে থাকে। গ্রামীণ ক্ষেত্রের উন্নয়নও তার ব্যতিক্রম নয়। গ্রামীণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সামাজিক উপাদান গুলির ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, সেগুলো হল- বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল গঠন, চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন, বাজার গঠন, মেয়েদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা, শিক্ষার সুযোগ তৈরি, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা এবং অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া প্রভৃতি। এছাড়াও গ্রামীণ উন্নয়নের সামাজিক উপাদানের মধ্যে অধিবাসীদের আত্মসম্মান বজায় থাকা, সামাজিক ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি প্রভৃতিও অন্তর্গত। এই সকল বিষয়গুলি উন্নয়নের পথকে আরো প্রশস্ত করবে বলে আশা করা যায়।

iv. রাজনৈতিক উপাদান:

গ্রামীণ উন্নয়নে অধিবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার গুলির কথা অস্বীকার করা যায় না। গ্রামীণ পঞ্চায়েত স্তরের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, গ্রামসভার আয়োজন ও তাতে অংশগ্রহণ, স্বাধীনভাবে চিন্তাধারা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ, বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ, ভোটাধিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি গ্রামীণ জীবনকে স্বাভাবিক রাখে এবং উন্নয়নকে প্রসারিত করে।

v. অন্যান্য উপাদান:

উপরোক্ত বিভিন্ন উপাদান গুলি গ্রামীণ উন্নয়নে সদর্থক ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া গ্রামীণ অধিবাসীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মের সুযোগ করে দেওয়া, প্রত্যাহিক জীবনের সচ্ছলতার ও সুযোগ সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকার জল সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি,সামাজিক ও কৃষি বনায়নের ব্যবস্থা, ডেয়ারি শিল্পের প্রসার, পশুচারণ ক্ষেত্রের ব্যবস্থা, বিকল্প কর্মের ব্যবস্থা,

কুটিরশিল্পের প্রসার,কৃষিক্ষেত্রে শস্য সমন্বয় প্রভৃতি বিষয় গুলি গ্রামীণ উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে।

সুতরাং বলা যায়, গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক উপাদানের সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উপাদানগুলির উন্নয়নের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে এবং তার সাথে এই উন্নয়ন গ্রামের সকল স্তরকে সদর্থক ভাবে প্রভাবিত করে, সেদিকেও গুরুত্ব দিতে হবে।